দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 05 NOV 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

সর্বদলীয় সরকারে আলেমদের সমর্থন

'কওমী শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট পাবে'

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,-আমি চাই, যারা কওমী মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করে বের হচ্ছে তারা যেনো সার্টিফিকেট পায়। আর ওই সার্টিফিকেট দিয়েই যেন তারা চাকরি করতে পারে। কওমী মাদ্রাসার উন্নয়ন ও সনদ প্রদানের জন্য দেশের আলেম-ওলামা ও পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

'কওমী শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট পাবে'

২০ পৃষ্ঠার পর'

মাশায়েখদের কাছ থেকে গঠনমূলক সুপারিশ চান তিনি। গতকাল সোমবার রাতে গণভবনে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতা, ইসলামী চিন্তাবিদ ওলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সূত্র জানায়, বৈঠকে উপস্থিত আলেম-ওলামারা প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। তবে এই সরকারে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলগুলোকে রাখা যায় কিনা সে প্রস্তাব তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেন। একই সঙ্গে জামায়াতসহ উগ্র সাম্প্রদায়িকদের ইসলাম অপপ্রচারের জবাব দেয়ার জন্য সোচ্চার হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন আলেম-ওলামারা।

কওমী মাদ্রাসার জন্য নীতিমালা তৈরিতে কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, কওমী মাদ্রাসার জন্য কমিশন গঠন করেছি। নীতিমালা তৈরি হয়েছে। তবে এ নীতিমালার বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেউ সার্টিফিকেট না নিতে চাইলে, না নেবে। তাতে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সবার মতামতের ভিত্তিতেই কওমী মাদ্রাসা নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে। আমরা কারো মনে আঘাত দিতে চাই না। এ নিয়ে কোন অশান্তি সৃষ্টি হোক সেটাও আমরা চাই না।

প্রধানমন্ত্রীর সূচনা বক্তব্যের পর তার সভাপতিত্বে নেতৃবৃন্দের মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। বৈঠকে আলেম-ওলামাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মাওলানা মিসবাহুর রহমান, তরীকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী, মাওলানা বাহাদুর শাহ আল মুজাদ্দেদী, কিশোরগঞ্জের পোলাকিয়া ঈদগাহের ইমাম মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ, গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা রুহুল আমিন, মুফতী আশিকুল আলম মিলন, মাওলানা এম. ইমরান প্রমুখ।

সভায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, কাজী জাফরউল্যাহ, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আ ক ম বাহাউদ্দিন নাছিম, প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, উপ-দপ্তর সম্পাদক কৃষ্ণা কান্তি দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আলেম-ওলামারা হেফাজতে ইসলামকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, হেফাজতকে কোন ছাড় দেয়া যাবে না। তারা ইসলামের নামে একের পর এক ইসলামবিরোধী কাজ করেই যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময় সংসদে পাস হওয়া একটি আইনও কোরআন-হাদিসের পরিপন্থী নয় বলেও আলেমরা মতামত ব্যক্ত করেন। হেফাজতে ইসলাম ও এর আমীর মাওলানা শফী আহমেদের হুমকির ভয়ে কওমী মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি দানের ঘোষণা থেকে পিছিয়ে না আসতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। একইসঙ্গে আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের পক্ষে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তারা বলেন, নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সর্বদলীয় সরকারে আলেমদের একজন প্রতিনিধি রাখা হোক। তারা বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার আঁচলের নিচে থেকে হেফাজত ও স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত নানা অপকর্ম ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারণাসহ আওয়ামী লীগের প্রতিটি সভা-সমাবেশে আলেমদের রাখা হলে তারাই এসব অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের সঠিক জবাব দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিতে পারবেন।

ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মাওলানা মিসবাহুর রহমান বলেন, জামায়াত-শিবির ও হেফাজতের অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে জবাব দিতে প্রকৃত আলেম-ওলামাদের কাজে লাগাতে হবে।

তরীকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী বলেন, আমাদের পরামর্শ শুনলে হেফাজতে ইসলামকে তিন টুকরো করা যেত। এখনও দায়িত্ব দিলে ৫এপ্রিল নির্বাচনে না এলেও হেফাজতকে টুকরো টুকরো করে আগামী নির্বাচনে নিয়ে আসতে পারবো। ১৫ নভেম্বর শাপলা চত্বরে পূর্বঘোষিত মহাসমাবেশ যেকোনো মূল্যে করার ঘোষণা দেন তিনি। নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারীর বক্তব্য বাধা দেয়াকে কেন্দ্র করে বৈঠকস্থলে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

কিশোরগঞ্জের পোলাকিয়া ঈদগাহের ইমাম মাওলানা ফরিদউদ্দীন মাসউদ বলেন, যেকোন ভাবেই হোক, সংবিধানের মধ্যে থেকেই আগামী নির্বাচন করতে হবে। তবে তা হতে হবে স্বচ্ছ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনে একাধিক খতিব ও আলেম-ওলামাদের মধ্য থেকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নির্বাচনের আহ্বান জানান তিনি।

গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা রুহুল আমিন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিলে হাটহাজারীর হুজুরের (আহমেদ শফী) সাধ্য নেই কিছু করার। তাই হাটহাজারী হুজুর ও লাশ পড়ার ভয় পাবেন না। আর এখানে ছাড় দিলে পার পাওয়াও যাবে না।